ইউক্রেন থেকে হাত গুটাও!

রেভ্যুলুশনারী ডেমোক্র্যাসী

২০২২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে রাশান রাষ্ট্র ইউক্রেনের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ শুরু করে। রাশিয়া একটি একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ। এটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চীনের সাথে সম্পর্কিত যা রাশিয়ার মিত্র। ইউক্রেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, যুক্তরাজ্যের সাম্রাজ্যবাদ এবং ন্যাটোর মিত্র একটি নির্ভরশীল দেশ। ইউক্রেনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা আজভ ব্যাটালিয়নের মতো নব্য-নাৎসি বাহিনীকে ব্যবহার করে তাদের রাশান প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে একটি প্রক্সি যুদ্ধে নিযুক্ত রয়েছে। ইউক্রেনের কিছু অংশ দখল এবং চলমান যুদ্ধ রাশিয়াকে নিন্দার এবং ইউক্রেনীয় জাতীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে সমর্থনের দাবী রাখে।

রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্টগুলো পূরণ করে, এখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদ অত্যন্ত ঘনীভূত, এখান থেকে পুঁজি রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয়, ট্রাস্ট এবং ব্যাংকের একীভবন হওয়ার অর্থ হলো এখানে লগ্নীপুঁজি বিদ্যমান, যা নির্ভরশীল দেশগুলোতে রপ্তানী করা হয়। রাজনৈতিকভাবে রাশান সাম্রাজ্যবাদ তার বিদেশ নীতির মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়েছে। গাদ্দাফির অপসারণের পর রাশিয়া লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছিল; সিরিয়া যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সে দেশে বিমান ও নৌ ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে। রাশিয়া মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র এবং মালিতে সক্রিয় রয়েছে। তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার উপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানে ট্রানজিট সামগ্রী পাঠানোর জন্য ন্যাটোকে উলিয়ানভস্ক-ভোস্টোচনি বিমান বন্দর ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তিতে ২০১২ সালের ২১শে মার্চ রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি রোগজিন ঘোষণা করেন যে, ইরাক এবং আফগানিস্তানে আকাশ পথে কিছু নির্দিষ্ট মালামাল পরিবহনের জন্য কেন্দ্রটি ন্যাটো বিমানবহর কর্তৃক ব্যবহৃত হবে। লে পেন, অরবান এবং ট্রাম্পের সাথে পুতিনের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক কোনো অজানা বিষয় নয়।

যেসব অঞ্চলকে রাশিয়ার 'নিকট বিদেশ' বলা হয় যেমন দক্ষিণ ওসেটিয়া, আবখাজিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; মোলদোভা থেকে ট্রান্সনিস্ট্রিয়া ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবং সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে; বেলারুশ, কাজাখস্থান এবং ইউক্রেনে ডনবাস 'গণপ্রজাতন্ত্রও' স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত দেশ এবং অঞ্চলে ওয়াগনার গ্রুপ বলে পরিচিত এবং পুতিনের ঘনিষ্ঠ বলে যাদেরকে মনে করা হয় এমন রাশান ভাড়াটে আধা-সামরিক বাহিনীর নেটওয়ার্ক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ইউক্রেন অভিযান রুশ সাম্রাজ্যবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর মার্কিন ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তারা যৌথভাবে ন্যাটোর মাধ্যমে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে সংযুক্ত করে, বহুজাতিক যুগোস্লাভিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ডকরে, চেকোস্লোভাকিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং প্রায় চৌদ্দটি নতুন রাষ্ট্রকে ন্যাটোর অন্তর্ভূক্ত করে। একই সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জার্মান

সাম্রাজ্যবাদকে তার অধীনস্থ করার চেষ্টা করে, যে দেশটি কয়েক দশক ধরে রাশিয়ার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরী করেছিল। এটা স্পষ্ট যে, বাইডেনের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্লিনটনের আগ্রাসী নীতির ধারাবাহিকতায় রাশিয়ার সাথে সংঘর্ষের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

২০১৪ সালের মাইদান (Maidan) ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে নির্বাচিত রাশানপন্থী নেতা ইয়ানুকোভিচকে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপসারণ এবং মার্কিনপন্থী ইয়াতসেনিউক দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। এই পশ্চিমা অর্থনৈতিক স্বার্থ অনুসরণ করা হয় রাশান ধনীদের খরচে, বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং রাশান সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মাইদানের অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায়, নিরাপত্তা জনিত উদ্বেগের কারণে রাশিয়ার পুঁজি ক্রিমিয়াকে দখল করেছে, যা ১৯৫৪ সাল থেকে ইউক্রেনের অংশ ছিল। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের মিনস্ক চুক্তির মাধ্যমে একটি ফেডারেল ইউক্রেনের অধীনে ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ককে যে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করার কথা ছিল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। দ্বিতীয় চুক্তিটি ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়েছিল। ইউক্রেনীয়রা যুক্তি দেখিয়েছিল যে, পূর্ব ইউক্রেন থেকে রাশান সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেই স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবে ডনবাস এবং লুগানস্ক ইউক্রেনীয় এলাকা। ১৯৯৭ সালের আদমশুমারী থেকে দেখা যায় যে, এই দুটি অঞ্চলের জনসংখ্যার মাত্র ১৮% হচ্ছেন রাশান। স্ট্যালিনের অধীনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাষাগত সখ্যতার ক্ষেত্রগুলোর ভিত্তিতে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সোভিয়েট ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সোভিয়েট সময় থেকে চলে আসা ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ১৯৯১ সালে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শিল্পায়নের কারণে জারতন্ত্র এবং সোভিয়েট শক্তির অধীনে শতাংশের হিসেবে পূর্ব ইউক্রেনে রাশান জনসংখ্যা বেড়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অবসানের পর তা হ্রাস পেয়েছে। ২০০১ সালে লুগানস্ক অঞ্চলের রাশান জনসংখ্যা ছিল ৩৯%, এবং ডোনেস্ক অঞ্চলে ছিল ৩৮%। ডনবাস অঞ্চলের ইউক্রেনীয়রাও রুশ ভাষায় কথা বলে। এই বিষয়টি রাশান রাষ্ট্রকে দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে ডনবাসের অধিবাসীরা রাশান, যা সত্য নয়। (এটা যেন ক্যাটালোনিয়াকে স্প্যানিশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল কারণ ক্যাটালোনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ ক্যাটালোনীয় ছাড়াও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে)। ক্রুশ্চেভ এবং ব্রেজনেভের অধীনে ইউক্রেনের রুশায়ন শুরু হয়েছিল। ব্রেজনেভের অধীনে বহুজাতিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রতিস্থাপন করার জন্য একটি কাল্পনিক 'সোভিয়েট জাতি' তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরিসংখ্যান তবুও ইঙ্গিত দেয় যে, স্বাধীন ইউক্রেন গঠনের পর রাশানরা স্পষ্টতই এই দুই অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু গঠন করেছিল। তাদের অধিকারকে সম্মান করা হয়নি। ২০১৪ সালের পর তারা এ্যাজভ ব্যাটালিয়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল যা অনেকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

লুগানস্ক এবং ডনেটস্কে, রাশান সংখ্যালঘুরা ইউক্রেনের ডনবাস এলাকায় তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য রাশান রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে এসেছিল। রাশান পুঁজি ডনবাসের একটি অংশে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' স্থাপন করেছিল।

দখলকৃত ডনবাসের জনগণের একটি অংশকে রাশান পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। ইউক্রেনীয়রা তাদের ইউক্রেনীয় পাসপোর্ট অব্যাহত রেখেছিল। 'কমিউনিস্ট আন্দোলন' রাশিয়াকে তার সমর্থন প্রদান করেছিল যদিও রাশান সামরিক বাহিনী তার দৃঢ় সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। আলেক্সি মজগোভয়ের মতো কমিউনিস্ট কমান্ডারদের নিমূল করা, যাঁরা সত্যিকার অর্থে পূর্ব ইউক্রেনে জনগণের শক্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের পুঁজিকে যৌথভাবে সহযোগিতা করেছিল। রাশান রাষ্ট্র ২০১৪ সালের নভেম্বরে ডোনেটস্কে কমিউনিস্টদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়নি যখন লুগানস্কে সামরিক আইনের শর্তে কোনো দলকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

ইউক্রেনে রাশান আক্রমণ পুতিনের একটি সরাসরি বক্তব্যের পরে সংঘটিত হয়েছিল যেখানে তিনি লেনিন এবং স্ট্যালিন এবং বলশেভিকদেরকে তাদের জাতীয়তা নীতির জন্য আক্রমণ করেছিলেন যা রাশানদের থেকে আলাদা, ইউক্রেন রাষ্ট্র তৈরী করেছিল। পুতিন যুক্তি দিয়েছিলেন যে, একটি সাধারণ রাশান জাতি রয়েছে, যার মধ্যে ইউক্রেনীয় (ছোট রাশান), বেলারুশিয়ান (সাদা রাশান) এবং মহান রাশানরা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ইউক্রেন যে কখনও একটি পৃথক জাতি ছিল একথা পুতিন অস্বীকার করেছেন এবং এর সৃষ্টির জন্য বলশেভিকদের অভিযুক্ত করেছিলেন। লেনিন 'রাশান ভূমি' বিচ্ছিন্ন করে ইউক্রেন রাষ্ট্র তৈরী করেছিলেন। এই বক্তব্য রাশিয়ার চরম ডানপন্থী এবং ফ্যাসিবাদী চিন্তাধারার সাথে মিলে যায় যা দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের বিশাল অংশকে সংযুক্ত করার দাবী করে আসছে।

স্ট্যালিন একটি জাতিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন: ''একটি জাতি হলো ঐতিহাসিকভাবে গঠিত, জনগণের একটি স্থিতিশীল সম্প্রদায়, যা একটি সাধারণ ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক জীবন এবং একটি সাধারণ সংস্কৃতিতে উদ্ভাসিত মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ভিত্তিতে গঠিত।'' এটি ছিল এমন এক সংজ্ঞা যা লেনিন এবং বলশেভিকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা যা প্রাচীন রাশিয়া থেকে উদ্ভূত সেগুলো তিনটি জাতির অস্তিত্বকে বোঝায়: রাশান, ইউক্রেনীয় এবং বেলারুশীয়। লেনিন সোভিয়েট ইউক্রেনীয় রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন যা পুতিন সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন। এটি স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে প্রজাতন্ত্রসমূহের একটি স্বেচ্ছাসেবী ইউনিয়নের অংশ হবে। এটি ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পর, স্ট্যালিনের অধীনে পশ্চিম ইউক্রেনের কিছু অংশ সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্ত করা হয়েছিল যা ঐতিহাসিকভাবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল এবং পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যান্ডের দখলে ছিল। একই সময়ে কার্পাথিয়ান ইউক্রেন যুক্ত করে ইউক্রেনীয় জাতীয় অঞ্চলগুলোর ঐক্য সম্পন্ন হয়েছিল।

রাশান ফেডারেশনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআরএফ), যা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করে, লেনিন এবং স্ট্যালিনের জাতীয়তা নীতির আক্রমণে পিছিয়ে থাকেনি। সিপিআরএফ যুক্তি দেয় যে, লুগানস্ক এবং ডোনেটস্ক সহ রাশিয়ার ছয়টি শিল্প অঞ্চল যা কখনোই ইউক্রেনের অংশ ছিল না, সেসব লেনিন কর্তৃক ইউক্রেনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। (Vyacheslav Tetekin, What is Happening in Ukraine? *New Worker*, No. 2152, London, pp. 5-6)। এটি ভুল, কারণ ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সালের আদমশুমারীর পরিসংখ্যান এটি বহন করে না।

ম্যাক্সিম ল্যাটার যুক্তি দিয়েছিলেন:

"উনিশ শতকের শেষের দিকে (১৮৯৭ আদমশুমারী), ইউক্রেনীয়রা আধুনিক ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চলের (একাতেরিনোস্লাভ এবং খারকভ প্রদেশের অংশ) উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এর ১৮% ছিল রাশানরা। এভাবে, ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলোকে "প্রাথমিকভাবে রাশান অঞ্চলগুলো" বরাদ্দ করা (assignment) অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হয়।

একটি বিধিসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রায় ১০০ বছর ধরে, অঞ্চলগুলো ইউক্রেনের অন্তর্গত ছিল, উভয়ই ইউক্রেনীয় এসএসআর অংশ এবং একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসেবে। তাই প্রকৃতপক্ষে – অঞ্চলটি প্রাথমিকভাবে ইউক্রেনীয়-ভাষী জনগোষ্ঠীর আধিপত্যের অধীন ছিল, এবং রাশানরা ছিল শুধুমাত্র দ্বিতীয় জাতিগত গোষ্ঠী (এম. ল্যাটুর, মিনস্ক যুদ্ধবিরোধী রেজোলিউশন, নভোরোসিয়া, রাশিয়া-ইউক্রেন' ২০১৪, সামাজিক পরিসংখ্যান, ইউক্রেন). In: http://left.by/archives.3035. রাশান থেকে অনুবাদ)।

(এই পরিসংখ্যানগুলো eds-এ যাঁচাই করে দেখা হয়েছে। Klaus Bachman and Igor Lyubashenko, The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention, Adam Balcer এর নিবন্ধে 'Borders Within Borderland: The Cultural and Ethnic Diversity of Ukraine', Frankfurt am Main, 2014 pp. 87-118)

পুতিনের বিপরীতে, লেনিন এবং স্ট্যালিন স্বীকার করেছিলেন যে, একটি ইউক্রেনীয় জাতির অস্তিত্ব রয়েছে: লেনিন এই মত পোষণ করতেন:

"যিনি পুঁজিবাদীদের ন্যায্যতা দেন যারা পোল্যান্ড এবং ইউক্রেনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে, ... (উদাহরণ স্বরূপ পোল্যান্ড এবং ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণকে বলে মহান রাশানদের 'পিতৃভূমি রক্ষা')... হচ্ছে একজন ঠোঁটকাটা এবং একজন অভদ্র ব্যক্তি, যিনি ক্ষোভ, অবজ্ঞা এবং ঘৃণার একটি বৈধ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।" ("On the National Pride of the Great Russians", Lenin, *Collected Works*, Vol. 21, p. 104 *et passim*)

লেনিন আরও বলেন:

“ইউক্রেনের স্বাধীনতা R.S.F.S.R (রাশান সোশ্যালিস্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েট রিপাবলিক) এবং রাশান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিকস) এর অল-রাশিয়া সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি উভয় দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। তাই এটি সুস্পষ্ট এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, শুধুমাত্র ইউক্রেনীয় শ্রমিক এবং কৃষকরা নিজেরাই তাদের সোভিয়েটসমূহের নিখিল-ইউক্রেন কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নেবে যে, ইউক্রেন রাশিয়ার সাথে একীভূত হবে কিনা, কিংবা সে একটি পৃথক এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র থাকবে কিনা এবং পরবর্তিটির ক্ষেত্রে সেই প্রজাতন্ত্র এবং রাশিয়ার মধ্যে কোন্ ফেডালের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে?”

(“Letter to the Workers and Peasants of the Ukraine Apropos of the Victories Over Denikins.” Lenin, *Collected Works*, Vol. 30, pp. 292 and 295).

এবং স্ট্যালিন বলেন:

“এবং সম্প্রতি এটা বলা হয়েছিল যে, ইউক্রেনীয় প্রজাতন্ত্র এবং ইউক্রেনীয় জাতি জার্মানদের আকিবঙ্কার ছিল। তবে এটা স্পষ্ট যে, একটি ইউক্রেনীয় জাতি আছে এবং তার সংস্কৃতির বিকাশ কমিউনিস্টদের কর্তব্য। আপনি ইতিহাসের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। এটা স্পষ্ট যে, যদিও রাশান উপাদানগুলো এখনও ইউক্রেনীয় শহরগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, সময়ের সাথে সাথে এই শহরগুলো অনিবার্যভাবে ইউক্রেনীয় হয়ে যাবে।” (Stalin, *Works*, Vol. 5, pp. 48-9)

পূর্ব ইউক্রেনে রাশান ভাষার উত্থান জারতন্ত্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে শিল্পায়নের মাধ্যমে ঘটেছিল যা এই অঞ্চলে বিশাল লোহা আকরিক এবং কয়লা জমার পাশাপাশি ধাতব শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিল। স্ট্যালিন আমলে ম্যাগনিটোগর্স্কে ইউরাল পেরিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বিতীয় শিল্প ঘাঁটি তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ডনবাস ছিল জারতন্ত্রী সাম্রাজ্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান শিল্প ঘাঁটি।

চলমান যুদ্ধের চরিত্র কী? একদিক থেকে দেখলে এই যুদ্ধটি হলো একটি আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যার একপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইইউ এবং ন্যাটো এবং অপর পক্ষ রুশ সাম্রাজ্যবাদ। অন্যদিক থেকে দেখলে, ইউক্রেনের সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর রাশিয়ার সামরিক হামলার পর যুদ্ধটি রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের জনগণের একটি জাতীয় যুদ্ধ। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এই দুই দেশের ডানপন্থী শাসনকে সমর্থন করতে পারে না। ইউক্রেনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রটি পশ্চিমা পুঁজিবাদের উপর নির্ভরশীল, এবং নব্য-নাৎসিবাদকে উস্কে দিয়েছে। রাশান সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, পুতিনের অধীনে রাষ্ট্রটি রাশান প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাসিস্ট দার্শনিক যেমন ইভান ইলিন এবং আলেকজান্ডার ডুগিনের চিন্তাধারার সীমার মধ্যে কাজ করে। পুতিনের উপর আরও সমর্থন রয়েছে রাশান ফেডারেশনের ক্রুশ্চেভীয় কমিউনিস্ট পার্টির। পুতিন এভাবে রাশিয়াতে ‘কমিউনিস্ট’ এবং ফ্যাসিস্ট উভয়ের দ্বারা সমর্থিত।

বাস্তব পথে রাশিয়ায় পুতিন-যুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তিকে সংহতি জানানো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইউক্রেন আক্রমণের সময় রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান গ্রহণকারী রাশান কমিউনিস্টদের সমর্থন করা প্রয়োজন।

তারা সঠিকভাবে নির্দেশ করে: "যেসব রাজ্য কমিউনিজম বিরোধীতায় অগ্রগামী তারা কোনো 'denazification' করতে পারে না। যেসব রাষ্ট্র আত্মবিশ্বাসের সাথে শ্রমজীবী জনগণের উপর প্রকাশ্য সন্ত্রাসী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ অনুসরণ করছে, সামাজিক অগ্রগতি এবং এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে দমন করছে, তারা 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী' নয় এবং হতেও পারে না। তাদের নীতি ফ্যাসিবাদ বিরোধী নীতির সরাসরি বিপরীত।" (ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি-আন্তর্জাতিকতাবাদীদের বিবৃতি)

ইউক্রেনে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সত্ত্বেও, রুশ আক্রমনের বিরুদ্ধে চলমান জাতীয় প্রতিরোধ চলছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্য শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অপরিহার্যতা। শুধুমাত্র একটি প্রকৃত জাতীয় ফ্রন্ট যা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার বিরোধিতা করে ইউক্রেনীয় জাতিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ইউক্রেন থেকে হাত গুটাও!
যুদ্ধ বন্ধ কর!
মার্কিন, যুক্তরাজ্য, ইইউ, ন্যাটো ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!
রুশ ও ইউক্রেনের গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!
ইউক্রেনকে ক্ষতিপূরণ দেবে রুশ সাম্রাজ্যবাদ!

১৮ই মে, ২০২২

ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ: মুঈনুদ্দীন আহ্মদ